Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Myrna Cunningham Kain
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Iqbal, Khushi Kabir
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বরাবর
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: পার্বত্য চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ। এ সংঘাতময় পরিস্থিতি উন্নতির জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রসঙ্গে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, গত কয়েক মাস যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে এ বছরের আগস্ট পর্যন্ত এ যাবত কমপক্ষে ৩৪ জন বিভিন্ন সময়ে হত্যার শিকার হয়েছেন বলে জানা যায় (সূত্র: প্রথমআলো)। এছাড়া নারী নির্যাতন, অপহরণ, গুম, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার মতন মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক ঘটে চলেছে। চলমান এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সেখানকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যাশিত ভূমিকা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। একের পর এক নৃশংস ঘটনা ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটলেও অধিকাংশ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে মনে করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন।

১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর যে শান্তির লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেই চুক্তি বিগত একুশ বছরেও পূর্ণবাস্তবায়ন না করতে পারার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে সুশাসনের অভাব ও বিচারহীনতার পরিবেশ অব্যাহত থাকায় সেখানে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে, যা সমগ্র দেশের জন্যও মোটেই সুখকর নয়। এ যাবত সংঘটিত ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এমন নৃশংস ঘটনা বারবার দেশবাসীকে দেখতে হতো না।

গত ৩ মে রাঙামাটির নানিয়াচর উপজেলা চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর ২৪ ঘন্টার মধ্যে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে ব্রাশ ফায়ার করলে আরও পাঁচজন নিহত ও কমপক্ষে আটজন আহত হন। এছাড়া গত ১৮ আগস্ট খাগড়াছড়ির স্বনির্ভর বাজারে সকালে এক অনুষ্ঠানে দুর্বৃত্তরা গুলি চালালে ঘটনাস্থলে ছয়জন নিহত হন। অথচ এ ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে খাগড়াছড়ি বিজিবির হেড কোয়ার্টার। বিজিবি-পুলিশ যেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকে সেখানে দুর্বৃত্তরা নির্বিঘ্নে সশস্ত্র অবস্থায় এসে সাধারণ মানুষ ও অনুষ্ঠানে আসা মানুষের ওপর গুলি চালিয়ে আবার বীরদর্পে বিজিবি চেকপোস্টের সামনে দিয়ে খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়ক দিয়ে হেঁটে কিভাবে চলে যেতে পারলো তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ আছে। এ ঘটনার পর তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে এ দুর্বৃত্তরা কিভাবে, কাদের ছত্রছায়ায় এতটা উদ্যত হতে সাহস পাচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকাসূত্রে জানা গেছে সেদিনের ভয়াবহ ঘটনার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশের কাছে জমা পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আশা করছে, পুলিশ উক্ত ভিডিও ফুটেজ থেকে

International Secretariat:
C/O IWGIA, Classensgade 11E, 2100 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 35 27 05 00, Fax: +45 35 27 05 06
E-mail: cn@iwgia.org
Phone: +88 02 91 46 048, E-mail: chtcomm@gmail.com
www.chtcommission.org

Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Myrna Cunningham Kain
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Iqbal, Khushi Kabir
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করবে। অন্যদিকে, ২২ আগস্ট বান্দরবানের লামায় দুই ত্রিপুরা কিশোরীকে ধর্ষণ ঘটনায় তিন বিজিবি সদস্যের বিরুদ্ধে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এর আগে ২২ জানুয়ারি রাঙামাটির বিলাইছড়িতে দুই মারমা মেয়েকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনায় এক আনসার সদস্যের বিরুদ্ধেও ধর্ষণের অভিযোগ এসেছে। তাই এসব ঘটনায় আপনার মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থার ভাবমুর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আহবান জানাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। স্বনির্ভর বাজারে সংঘটিত ঘটনাসহ বিগত সময়ে সংঘটিত হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণ ও গুমের ঘটনার সাথে যারাই জড়িত থাকুক না কেন তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচারের সম্মুখীন করা হোক। একইসাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সরকারের কাছে আপনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত দাবি সমূহ তুলে ধরছে-

দাবিসমূহ:

১. *পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিচার করা হোক;*
২. *ঘটনার শিকার ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক;*
৩. *পার্বত্য চট্টগ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি ও স্বাভাবিক রাখতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সেখানকার সাধারণ জনগণের সাথে শান্তি আলোচনা ও বৈঠকের আয়োজন করা জরুরি;*
৪. *পার্বত্য চুক্তি পূর্ণবাস্তবায়ন করে পাহাড়ে দ্রুত স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।*

ধন্যবাদসহ,

সুলতানা কামাল	এলসা স্টামাতোপৌলৌ	মির্না কানিংহাম কেইন
কো-চেয়ারপার্সন	কো-চেয়ারপার্সন	কো-চেয়ারপার্সন

সদস্য: ড. স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, হার্স্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ড. জাফর ইকবাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, খুশী কবির, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বীণা ডি'কস্টা।

উপদেষ্টা: ইয়েনেকি এরেঞ্জ, টম এক্কিলসন, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।

অনুলিপি:

১. শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙামাটি।
২. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩. জেলা পুলিশ সুপার (রাঙামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান)।

International Secretariat:
C/O IWGIA, Classensgade 11E, 2100 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 35 27 05 00, Fax: +45 35 27 05 06
E-mail: cn@iwgia.org
Phone: +88 02 91 46 048, E-mail: chtcomm@gmail.com
www.chtcommission.org